বণিক বার্তা
২৪ AUG 2026

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য কমেছে ৮.৩২ শতাংশ

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০২৫-২৬ ভারতীয় অর্থবছরে কমেছে ৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাণিজ্য বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুই দেশের মোট বাণিজ্য ছিল ১ হাজার ৩৪৯ কোটি ৩ লাখ ডলার (১ লাখ ৬৫ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা, ডলারের বিনিময় হার ১২৩ টাকা হিসাবে)। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা কমে হয়েছে ১ হাজার ২৩৬ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার (১ লাখ ৫২ হাজার ১২১ কোটি টাকা)।

বাংলাদেশের স্থলবন্দরগুলোর তথ্যেও দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য কমার চিত্র পাওয়া যায়। যশোরের বেনাপোল দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর। বেনাপোল কাস্টম হাউজের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে ১৪ লাখ ২ হাজার ১৪৪ টন পণ্য। আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৯৯ হাজার ২০৯ টন। অর্থাৎ এক বছরে আমদানি কমেছে প্রায় ১ লাখ ৯৭ হাজার টন। একই সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বলছে, ফল, শাড়ি, থ্রি-পিসসহ উচ্চ শুল্কের আওতাভুক্ত বিভিন্ন পণ্য আমদানিও কমেছে।

বেনাপোল বন্দরের রাজস্ব আহরণের হিসাবও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য কমার তথ্য দিচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যশোরের বেনাপোল কাস্টম হাউজের সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ হাজার ২৯০ কোটি টাকা। কিন্তু অর্থবছর শেষে আয় হয়েছে ৬ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা। ফলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৭৩১ কোটি টাকায়। আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয় ছিল ৭ হাজার ২৯ দশমিক ৩৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে রাজস্ব আয় কমেছে প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা।

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সাড়ে ৯০০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। ২ হাজার ৬৪ কোটি টাকা লক্ষ্যের বিপরীতে আয় হয়েছে ১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে রাজস্ব আহরণে রেকর্ড ঘাটতি দেখা গেছে। মোট ১ হাজার ৪৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫৯৭ কোটি ৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ৪৪৮ কোটি ৪৬ লাখ টাকা বা ৪২ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাণিজ্য বিভাগের তথ্যেও দেখা যায়, বাংলাদেশে ভারতের রফতানি বা ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি কমেছে। পাশাপাশি কমেছে দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির অর্থমূল্য ছিল ১ হাজার

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ভারতীয় পাঁচ অর্থবছরে ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্য (কোটি ডলার)

সূত্র: ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগ

অর্থবছর (এপ্রিল-মার্চ)	বাংলাদেশে ভারতের রফতানি	বাংলাদেশ থেকে ভারতের আমদানি	মোট বাণিজ্য	প্রবৃদ্ধি (%)
২০২১-২২	১,৬১৫.৬৪	১৯৭.৭৯	১,৮১৩.৪৩	—
২০২২-২৩	১,২২১.৫৯	২০২.১২	১,৪২৩.৭১	-২১.৪৯
২০২৩-২৪	১,১০৬.৫৯	১৮৪.৪৮	১,২৯১.০৬	-৯.৩২
২০২৪-২৫	১,১৪৮.৫৩	২০০.৫০	১,৩৪৯.০৩	৪.৪৯
২০২৫-২৬	১,০৫৮.৭৪	১৭৮.০২	১,২৩৬.৭৬	-৮.৩২

দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্য ও অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশকে দেয়া তৃতীয় দেশে পণ্য পাঠানোর ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। এর পর বাংলাদেশ দেশটি থেকে সুতা ও কিছু কাঁচামাল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ করে

সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে যে মন্দা ভাব দেখা দিয়েছে, তা ওই সময়ের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানে পতন হলেও এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের অর্থনীতির মৌলিক পরিপূরকতা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা দুর্বল হয়েছে বলে মনে করে না ভারত

—ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

১৪৮ কোটি ৫২ লাখ ৬০ হাজার ডলার (১ লাখ ৪১ হাজার ২৬১ কোটি টাকা)। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৫৮ কোটি ৭৩ লাখ ৮০ হাজার ডলারে (১ লাখ ৩০ হাজার ২২৫ কোটি টাকা)। একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ২০০ কোটি ৫০ লাখ ৪০ হাজার ডলার (২৪ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা) থেকে কমে হয়েছে ১৭৮ কোটি ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার (২১ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা)।

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের আকার গত পাঁচ দশকে ক্রমেই বড় হয়েছে। পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস দেশ ভারত। দুই দেশের মোট বাণিজ্যের বড় অংশই ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ছন্দপতন দেখা যায়। সীমান্তে উত্তেজনা, কূটনৈতিক ভাষার কঠোরতা, ভিসা ও কনস্যুলার সেবা সীমিত করা এবং পুশ-ইনসহ বিভিন্ন ইস্যু সামনে আসতে থাকে।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্য ও অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশকে দেয়া তৃতীয় দেশে পণ্য পাঠানোর ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। এর পর ভারত থেকে সুতা ও কিছু কাঁচামাল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ করে বাংলাদেশ। পরবর্তী সময়ে ভারত বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক পণ্য ও আসবাবসহ কয়েকটি পণ্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিতে সীমা আরোপ করে।

ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস অফিসার বণিক বার্তাকে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে যে মন্দা ভাব দেখা দিয়েছে, তা ওই সময়ের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানে পতন হলেও এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের অর্থনীতির মৌলিক পরিপূরকতা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা দুর্বল হয়েছে বলে মনে করে না ভারত।'

ভারত থেকে বাংলাদেশে আমদানির বড় পণ্যগুলোর মধ্যে তুলার বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটি থেকে বাংলাদেশে তুলা আমদানি হয়েছে ২৩০ কোটি ৪১ লাখ ২০ হাজার ডলারের (২৮ হাজার ৩৪০ কোটি ৬৮ লাখ টাকা), আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ১৭ দশমিক ৮০ শতাংশ কম। বিপরীতে খনিজ জ্বালানি, খনিজ তেল ও এসবের পাতনজাত পণ্যের আমদানি ৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২১৩ কোটি ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

খাদ্যশস্য আমদানিতে বড় প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এ খাতে আমদানি ৭৩ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৬৫ কোটি ৪৯ লাখ ৬০ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে। যানবাহন ও এর যন্ত্রাংশের আমদানিও সামান্য বেড়েছে। পারমাণবিক চুল্লি, বয়লার, যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জামের আমদানি ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ কমে ৪৭ কোটি ৮৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানির ক্ষেত্রেও প্রধান পণ্যগুলোর বেশির ভাগে পতন হয়েছে। নিট পোশাকের রফতানি সামান্য কমলেও ওভেন ও আনুষঙ্গিক পণ্যে পতন হয়েছে ১৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এ খাতে রফতানি হয়েছে ৩৬ কোটি ২৫ লাখ ৮০ হাজার ডলারের। অন্যান্য তৈরি টেক্সটাইল, ব্যবহৃত পোশাক ও টেক্সটাইলজাত পণ্যের রফতানি ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমে হয়েছে ১৩ কোটি ১১ লাখ ৫০ হাজার ডলার। জুতা ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের রফতানি ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমে হয়েছে ৯ কোটি ৯৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার। তবে মাছ, ক্রাস্টেশিয়ান, মলাস্ক ও অন্যান্য জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রফতানি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানেও দুই দেশের বাণিজ্যে ধারাবাহিক ওঠানামা দেখা যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে দুই দেশের মোট বাণিজ্য ছিল ১ হাজার ৮১৩ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। পরের অর্থবছরে তা ২১ দশমিক ৪৯ শতাংশ কমে ১ হাজার ৪২৩ কোটি ৭০ লাখ ৯০ হাজার ডলারে দাঁড়ায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরো ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ কমে দুই দেশের মোট বাণিজ্য হয় ১ হাজার ২৯১ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ বেড়ে তা ১ হাজার ৩৪৯ কোটি ৩ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। সর্বশেষ অর্থবছরে আবার ৮ দশমিক ৩২ শতাংশ কমেছে।

বাংলাদেশের ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। ভৌগোলিকভাবে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিপূরকতা রয়েছে। পরিস্থিতি আরো স্থিতিশীল হলে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়লে অভ্যন্তরীণ চাহিদা, শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্য অর্থায়ন পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে বলে আশা করছে ভারত। এসব পরিবর্তন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে স্বাভাবিকভাবেই গতি আনবে বলে মনে করছে দেশটি।

বাণিজ্যকে আরো পূর্বানুমানযোগ্য পরিবেশের মধ্যে আনতে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা মোকাবেলায় ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো, কাস্টমস ও সীমান্ত প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং পরিবহন ও লজিস্টিক যোগাযোগ আরো শক্তিশালী করার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন। একই সঙ্গে ব্যাংকিং ও অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা সহজ করা এবং খাতভিত্তিক বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসার পরিবেশ আরো কার্যকর করা সম্ভব বলে জানিয়েছে তারা।

বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশেষ করে ভারত থেকে সুতা আমদানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিসংখ্যানে প্রভাব ফেলেছে। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের কাঁচামালের গুরুত্ব থাকায় এর প্রভাব বাণিজ্যের সামগ্রিক পরিমাণে পড়েছে।

কূটনৈতিক পর্যায়ে সম্পর্কে টানাপড়েন থাকলে এর প্রভাব অর্থনীতিতেও দেখা যায় বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীরা এখন বিকল্প উৎস ও বাজারের দিকে যাচ্ছে। বর্তমান বিষয়টি ছোট আকারে থাকলেও বিবেচনা না করলে তা আরো বাড়তে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'দুই পক্ষের নেয়া বাণিজ্যসংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে পারস্পরিক আস্থার যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর পড়েছে।'

কূটনৈতিক মহলের ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বহুস্তরীয় ও জটিল। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, 'রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বাতাবরণের টেনশন হলেও অর্থনীতি ও মানুষের জায়গায় এখনো যোগাযোগ আছে।'

হুমায়ুন কবিরের মতে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ার কারণেও ভারত থেকে আমদানি কমে থাকতে পারে।

সম্প্রতি দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে গতি আনার বিষয়ে আলাপের কথা শোনা যাচ্ছে। গত ২৪ আগস্ট সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। তবে গত দেড় বছরে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি এসেছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কীভাবে ভবিষ্যতে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আরো সহজ ও কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই একটি স্থায়ী সমাধান। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই আমাদের একটি পরিবারের মতো করে তোলে। আমরা এ সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিতে চাই।'

তিনি বলেন, 'যখন অর্থনীতি রাজনীতির চেয়ে এগিয়ে যায়, তখন রাজনীতিও ধীরে ধীরে তার পেছনে চলে আসে।'

সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসেছিল কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) প্রতিনিধি দল। গত ১৮ আগস্ট তাদের সঙ্গে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) বৈঠক হয়। বাংলাদেশ-ভারত বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে অবকাঠামো বিনিয়োগ ও অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি বিষয়ক বিটুবি টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেয় ভারতীয় ব্যবসায়ী সংগঠনটি।

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. ফজলুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, '২০২৪ সালের আগস্টের পর স্থলবন্দর, ট্রানজিট সুবিধা ও ভিসাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই পক্ষের নেয়া পদক্ষেপের প্রভাব পড়েছে। এতে স্বাভাবিক যাতায়াত বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি দুই দেশের আস্থাহীনতার জায়গাটাও বেড়েছে।'

সিআইআই প্রতিনিধি দলের সফরকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ফজলুল হক। তিনি বলেন, 'তারা নিজে থেকে এসেছেন এবং আমাদের ব্যবসায়ী কমিউনিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এটি দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভূমিকা বা উদ্যোগের সূচনা মাত্র।'

দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করার বিষয়টিও সাম্প্রতিক আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম সম্প্রতি সিআইআই প্রতিনিধি দলের সফর উপলক্ষে আয়োজিত ভারতীয় হাইকমিশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য অংশীদার এবং বছরের পর বছর ধরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তবে বাণিজ্য কাঠামো এখনো কিছুটা ভারসাম্যহীন এবং প্রকৃত সম্ভাবনার তুলনায় কম।'

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সফর থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করার আহ্বান জানান শামা ওবায়েদ ইসলাম। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতের বিজনেস ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত বা তাৎক্ষণিক করার কথাও বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express
28 AUG 2026

RMG keeps more of what it earns

Net export earnings rise 4.31pc in FY26 despite a slight decline in gross exports

MORE VALUE FROM EXPORTS

NET EARNINGS	▲	4.31%
GROSS EXPORTS	▼	0.96%
IMPORT BILLS	▼	8.54%
VALUE RETENTION RISES	▲	3.14 PERCENTAGE POINTS

Net Earnings Trend
(In billion US$)

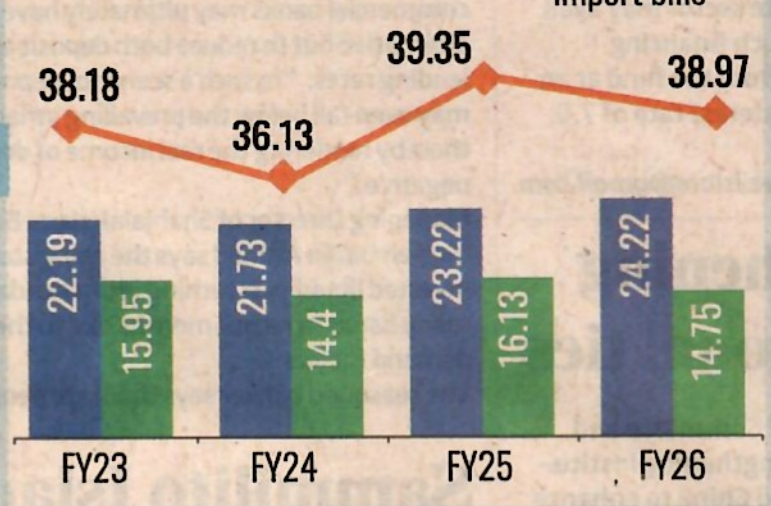

Why Net Earnings Rise

- Stronger local backward linkages
- More efficient material use
- Lower wastage
- Lower global yarn, fabric prices

MONIRA MUNNI

Bangladesh's readymade-garment sector earned more from each dollar of exports in the last fiscal year (FY 2025-26), as a sharp decline in raw-material import costs helped offset a modest fall in gross apparel exports.

The improvement pushed the sector's value-retention rate above 62 per cent, its highest level in recent years.

According to data compiled from Bangladesh Bank and Export Promotion Bureau (EPB) statistics, net RMG export earnings reached US$24.22 billion during the July-June period of FY26, up from $23.22 billion in the corresponding period of FY25.

Although gross apparel exports registered a slight decline of 0.96 per cent, falling from $39.35 billion in FY25 to $38.97 billion in FY26, the industry achieved a higher net value retention rate.

Total raw material import expenditure fell by 8.54 per cent to $14.75 billion in FY26, compared with $16.13 billion spent in FY25.

Consequently, the average value retention rate of the RMG sector improved by 3.14 percentage points, reaching 62.15 per cent of overall RMG exports in FY26, compared with 59.01 per cent in the preceding fiscal year.

The central bank considered the main heading value of the components -- raw cotton, synthetic and viscose fibre, synthetic and mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics, and accessories for garments -- rather than only raw materials imported through back-to-back LCs, according to its latest quarterly report.

Value addition in Bangladesh's RMG sector that remained almost static between 60 per cent and 64 per cent from FY13 to FY19 has fluctuated in recent years.

Data analysis shows a fluctuating trend, with the rate falling to 56.49 per cent in FY20 before rising to 59.13 per cent in FY21. It dipped again to 54.38 per cent in FY22 before increasing to 58.11 per cent and 60.13 per cent in FY23 and FY24 respectively.

Exporters termed the growth 'good', attributing the increase in net retention to improved local backward-linkage efficiency, optimised raw material sourcing and moderation in global yarn and fabric import prices throughout FY26.

Talking to the FE, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Senior Vice-President Inamul Haq Khan said a reduction in import expenditure does not necessarily mean that something positive is happening.

"Import is one indicator of exports," he said, explaining that stronger export performance should also be accompanied by higher imports where necessary.

The data does not reflect the rising cost of doing business and production, which has increased mainly because of the gas crisis, among other factors, he said, adding that although gas supply has improved to some extent, it has yet to return to its usual level.

The BGMEA leader said the recent gas crisis had damaged the country's image, while exporters were now primarily concerned with ensuring timely shipments to retain their existing buyers despite rising production costs.

He, however, said the results were mixed throughout the fiscal year when quarterly performance was taken into consideration.

August and September are lean months, and orders from the European Union are showing slight improvement, he said, expecting the usual flow of work orders from October onwards, provided a smooth supply of gas is ensured to sustain production and orders.

Asked about the figures, former Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Fazlul Hoque termed the growth in net export earnings 'partially good' amid rising production costs resulting from a number of internal factors, including higher utility costs and increased wages.

He, however, said higher net earnings meant exporters were manufacturing value-added items, securing better prices and improving efficiency.

He, also the managing director of Plummy Fashions Ltd, said the efficient use of materials had increased, helping reduce the rate of wastage.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

28 AUG 2026

BGMEA, EU project seek stronger safety net for RMG workers

FE REPORT

A day-long orientation workshop on the Unemployed Workers Protection Programme (UWPP) and Labour Information Management System (LIMS) was held at the BGMEA Complex in the capital's Uttara on Thursday to strengthen social protection and support for garment workers amid economic uncertainties.

The workshop was jointly organised by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the European Union-funded TA-SPBS project, according to a statement.

The event aimed to familiarise management and HR officials of BGMEA member factories with UWPP implementation, beneficiary eligibility, registration requirements and digital labour information management systems.

The UWPP is a revised version of a social protection programme introduced during the COVID-19 pandemic in 2020.

Operated under the Central Fund of the Ministry of Labour and Employment, the programme provides direct cash assistance of Tk 5,000 per month for up to three months through the government-to-person (G2P) digital payment system to workers temporarily out of work due to factory closures, accidents or maternity leave.

Speaking at the workshop, BGMEA Director Nafis-Ud-Doula

I SEE PAGE 7 COL 4

I FROM PAGE 8 COL 6

stressed that ensuring workers' social protection and welfare is essential for the sustainable growth of the apparel sector.

He said Central Fund initiatives play an important role in supporting distressed workers and called for continued collaboration among the government, BGMEA and development partners.

Jabed Hossain Bhuiyan, chairman of the BGMEA Skill Development Programme Standing Committee, stressed the need for stronger institutional coordination to ensure workers receive timely support during crises.

Iole Valentina Lucchese, project manager of the EU-funded TA-SPBS project, urged stakeholders to strengthen the social safety net through coordinated action and reiterated the EU's commitment to supporting long-term social protection for apparel workers.

Tahmina Begum, joint secretary of the Ministry of Labour and Employment and director of the Central Fund, outlined the benefits of the UWPP and its implementation progress.

Al Amin, assistant inspector general of the Department of Inspection for Factories and Establishments, highlighted the practical aspects of digital labour data management and stressed the importance of maintaining accurate payroll and NID records to ensure that no eligible worker is left out.

More than 50 BGMEA member factories were represented at the workshop, which featured technical sessions followed by an open discussion.

Munni_fe@yahoo.com

The Daily Star
28 AUG 2026

FBCCI seeks more Chinese investment to narrow trade gap

STAR BUSINESS REPORT

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) has urged Chinese investors to increase investment in Bangladesh to help narrow the bilateral trade gap of around $17.5 billion.

The issue was discussed at a meeting between FBCCI Administrator Md Fazlul Hoque and Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen in Dhaka on Wednesday, the FBCCI said.

The two countries have seen a significant expansion in bilateral trade over the past decade, but Bangladesh continues to export far less to China than it imports. In fiscal year 2024-25, Bangladesh exported goods worth around $694 million to China, while imports stood at nearly $18.19 billion.

In that year, imports from China were therefore about 26 times higher than exports, highlighting the need to diversify exports and attract more investment from Chinese companies.

Fazlul urged Chinese entrepreneurs to invest in Bangladesh's special economic zones, particularly in Chattogram and Khulna. He said greater Chinese investment could help diversify Bangladesh's exports and reduce the trade gap.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

He also called for stronger institutional cooperation among the FBCCI, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) and Chinese Enterprises Association in Bangladesh (CEAB) to facilitate trade and investment.

"Greater institutional cooperation between the business communities of the two countries is essential to expand trade and investment," Fazlul said.

He urged the Chinese side to simplify visa procedures for Bangladeshi businesspeople travelling to China, saying easier business travel would help strengthen commercial ties.

Ambassador Yao said the Chinese embassy is ready to work closely to take bilateral trade relations to a new level. He identified electric vehicles, fruits and processed agricultural products, renewable energy and tourism as promising areas for Chinese trade and investment in Bangladesh.

The Business Standard
28 AUG 2026

Army plans to turn defunct Jalil Textile Mills site into defence export hub

Chattogram Port proximity to facilitate exports

- Assault rifles, ammunition already have foreign demand
- Army seeks faster defence export approvals

Factory to supply armed forces, police, Ansar

Muktadir backs defence exports and local R&D

Project expected to boost defence-industrial capability

INDUSTRIES – CHATTOGRAM

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

Former workers of Jalil Textile protest, demanding payment of outstanding dues

The Bangladesh Army plans to transform the 54.99-acre site of the defunct Jalil Textile Mills in Chattogram into an export-oriented defence manufacturing hub, following the formal handover of the land yesterday.

The 54.99-acre site at Bhatiary was handed over by the Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) to the Bangladesh Army for expansion of the Bangladesh Ordnance Factory (BOF), the country's second modern arms manufacturing facility after the one in Gazipur.

An agreement between the commerce ministry of and BOF was signed at the Jalil Textile premises to formalise the handover. Commerce and Industries Minister Khandaker Abdul Muktadir Chowdhury and Chief of Army Staff General Waker-Uz-Zaman attended the event.

General Waker said the expanded factory would produce weapons and ammunition not only for domestic defence needs but also for export. "We are not only trying to meet our own defence requirements. We want to transform this into an export-oriented industry."

The army chief said the location was chosen partly because of its proximity to Chattogram Port, which would make it easier to export defence products to international markets.

Bangladesh already has international demand for some products manufactured by its defence industry, including assault rifles and ammunition, he added.

However, the existing system of obtaining export approval on a case-by-case basis could hinder efforts to develop a competitive export-oriented industry, General Waker said.

"If you want to export something, you have to send a letter and wait for approval for one and a half to two months. This way, no export-oriented industry can expand," he said.

He called for a clear policy framework that would allow defence products to be exported while ensuring accountability over buyers and destinations.

General Waker said the factory would manufacture equipment I SEE PAGE 4 COL 2

CONTINUED FROM PAGE 3

and ammunition for all three services of the armed forces, as well as the police, Ansar and other paramilitary forces. "We can't fight a war by importing everything. We have to manufacture what we need."

Muktadir backs exports

Commerce Minister Muktadir at the event said the project is not only relevant to domestic requirements, it certainly has export potential.

He said Bangladesh could utilise technologies and research already developed elsewhere while also investing in its own research to develop competitive defence products.

Responding to the army chief's concerns over export approvals, the Muktadir said, "You have said that you need export permission from the government. We are fully on board."

He added that exporting defence products would place Bangladesh at a different level in terms of defence and industrial capability.

ters, who assured us the dues would be paid before the handover. But BTMC handed over the land without paying us," he said.

He added, "In a letter to Army Headquarters, BTMC asked the Army to pay Tk21 crore in utility and other dues, but did not mention the workers' dues. This is injustice."

Noor-E-Khaja Alamin, director (Finance and Audit) at BTMC, told The Business Standard that the industries ministry had taken responsibility for settling the workers' dues.

"The minister has already given a date to meet the workers' leaders. If the workers are found to have any legitimate dues after verification, the ministry will pay them," he said.

The Tk21.67cr in liabilities

Jalil Textile Mills began operations in 1961 but was shut down in 2004 after incurring losses.

The Cabinet Committee on Economic Affairs on 1 July 2026 gave in-principle approval to transfer or sell the site to the Army at a symbolic price, subject to settlement of dues.

ঢাকা।

Port proximity to facilitate exports

already have foreign demand

- Army seeks faster defence export approvals

Factory to supply armed forces, police, Ansar

Muktadir backs defence exports and local R&D

Project expected to boost defence-industrial capability

INDUSTRIES – CHATTOGRAM

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

Former workers of Jalil Textile protest, demanding payment of outstanding dues

The Bangladesh Army plans to transform the 54.99-acre site of the defunct Jalil Textile Mills in Chattogram into an export-oriented defence manufacturing hub, following the formal handover of the land yesterday.

The 54.99-acre site at Bhatiary was handed over by the Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) to the Bangladesh Army for expansion of the Bangladesh Ordnance Factory (BOF), the country's second modern arms manufacturing facility after the one in Gazipur.

An agreement between the commerce ministry of and BOF was signed at the Jalil Textile premises to formalise the handover. Commerce and Industries Minister Khandaker Abdul Muktadir Chowdhury and Chief of Army Staff General Waker-Uz-Zaman attended the event.

General Waker said the expanded factory would produce weapons and ammunition not only for domestic defence needs but also for export. "We are not only trying to meet our own defence requirements. We want to transform this into an export-oriented industry."

The army chief said the location was chosen partly because of its proximity to Chattogram Port, which would make it easier to export defence products to international markets.

Bangladesh already has international demand for some products manufactured by its defence industry, including assault rifles and ammunition, he added.

However, the existing system of obtaining export approval on a case-by-case basis could hinder efforts to develop a competitive export-oriented industry, General Waker said.

"If you want to export something, you have to send a letter and wait for approval for one and a half to two months. This way, no export-oriented industry can expand," he said.

He called for a clear policy framework that would allow defence products to be exported while ensuring accountability over buyers and destinations.

General Waker said the factory would manufacture equipment I SEE PAGE 4 COL 2

CONTINUED FROM PAGE 3

and ammunition for all three services of the armed forces, as well as the police, Ansar and other paramilitary forces. "We can't fight a war by importing everything. We have to manufacture what we need."

Muktadir backs exports

Commerce Minister Muktadir at the event said the project is not only relevant to domestic requirements, it certainly has export potential.

He said Bangladesh could utilise technologies and research already developed elsewhere while also investing in its own research to develop competitive defence products.

Responding to the army chief's concerns over export approvals, the Muktadir said, "You have said that you need export permission from the government. We are fully on board."

He added that exporting defence products would place Bangladesh at a different level in terms of defence and industrial capability.

Workers protest during handover

The land handover triggered protests by former workers of Jalil Textile, who gathered at the factory gate during the programme and demanded payment of their long-outstanding dues.

The workers said they had been waiting for their dues for around 22 years since the mill was shut down. According to worker representatives, 1,073 former workers are yet to receive their outstanding payments, while around 375 have died awaiting settlement.

Mosiud Dowla, president of the Jalil Textile Workers Trade Union, said government officials had assured them that their dues would be paid before the land was handed over.

"We met the finance and industries ministers, who assured us the dues would be paid before the handover. But BTMC handed over the land without paying us," he said.

He added, "In a letter to Army Headquarters, BTMC asked the Army to pay Tk21 crore in utility and other dues, but did not mention the workers' dues. This is injustice."

Noor-E-Khaja Alamin, director (Finance and Audit) at BTMC, told The Business Standard that the industries ministry had taken responsibility for settling the workers' dues.

"The minister has already given a date to meet the workers' leaders. If the workers are found to have any legitimate dues after verification, the ministry will pay them," he said.

The Tk21.67cr in liabilities

Jalil Textile Mills began operations in 1961 but was shut down in 2004 after incurring losses.

The Cabinet Committee on Economic Affairs on 1 July 2026 gave in-principle approval to transfer or sell the site to the Army at a symbolic price, subject to settlement of dues.

In a letter dated 3 August, BTMC identified Tk21.67 crore in outstanding liabilities and assessed the value of Jalil Textile's buildings, factory structures and plantations.

The liabilities include Tk1.77 crore land tax, Tk10 lakh union tax, Tk13.64 lakh electricity bills, and Tk2.65 crore gas bills.

The mill also owes Tk7.04 lakh to Rupali Bank, Tk1.54 crore ADB loans, Tk2.70 crore other receivables, Tk7.91 crore current accounts and Tk64.16 lakh long-term ADB liabilities.

A chartered accountancy firm valued the mill's buildings, factory and other structures at Tk1.50 crore, while trees and plantations were valued at Tk2.66 crore. BTMC asked the Army to deposit the amount into its current account at Sonali Bank.